তারিখ ... 28 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কালের কণ্ঠ

দারুল ইহসানের সনদের বৈধতা চাকরিদাতার হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দারুল ইহসান থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সনদের 'বৈধতা' নির্ধারণের দায়িত্ব চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন হাইকোর্ট। গত ১৩ এপ্রিল ঘোষণা করা এ-সংক্রান্ত রায়ে বলা হয়েছে, সনদ বৈধ হবে কি না তা নির্ধারণ করবে চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান। অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মনে করলে তাঁরা পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ চাইতে পারবেন। তাঁরা যে ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থী সেই ক্যাম্পাস কর্তৃপক্ষের কাছেই ক্ষতিপূরণ চাইবেন।

মালিকানা সংকট, অনিয়ম-দুর্নীতি ও 'সনদ বাণিজ্যের' অভিযোগে জর্জরিত বেসরকারি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে গত ১৩ এপ্রিল আদালত রায় ঘোষণা করেন। বিচারপতি মো. রেজাউল হক ও বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশিদ আলম সরকারের বেঞ্চ এ রায় দেন। এ রায়ের ভিত্তিতে দারুল ইহসানের আউটার ক্যাম্পাসসহ সব কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে গত সোমবার আদেশ জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। রায় অনুসারে একই সঙ্গে দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাসও বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল বুধবার এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আউটার ক্যাম্পাসসহ সব কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা বেসরকারি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষতির দায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে কমপক্ষে পাঁচ লাখ টাকা করে দাবি করতে পারবেন। যার যে ক্ষতি হয়েছে সে ক্ষতির সব দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। যে ছাত্রের লেখাপড়া মাঝপথে থেমে গেছে এর জন্য তিনি কমপক্ষে পাঁচ লাখ টাকা দাবি করতে পারবেন। সেটা পেলে তিনি অন্য জায়গায় পড়তে পারবেন। এ ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করব।'

অভিযোগ রয়েছে, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় যত্রতত্র শাখা খুলে সনদ বাণিজ্য ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। মালিকরা চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে চারটি মূল ক্যাম্পাসসহ প্রায় ১৩৫টি আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করে আসছিলেন। এসব ক্যাম্পাস থেকে সনদ নিয়ে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরিয়ান ও সহকারী লাইব্রেরিয়ান হিসেবে চাকরিভুক্ত হয়েছেন। এমপিওভুক্ত হয়ে অনেকে সরকারি সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করছেন। তবে আইন বিষয়ে যাঁরা সনদ নিয়েছেন তাঁরা বারে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি। আদালতের রায়ের পর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বিষয়ে এখন সিদ্ধান্তহীনতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।